ইত্তেফাক

তারিখ 0 8 OCT 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

আরো অনেক বাংলাদেশী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে

সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে টমাস এ ফ্যারেল

॥ কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥

সফররত যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপসহকারী মন্ত্রী টমাস এ ফ্যারেল বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষককে আমেরিকার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুযোগ দেয়া হবে। আগার গ্র্যাজুয়েট ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে ডিগ্রী অর্জন ও গবেষণার সুযোগ আরো সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ফুলব্রাইটসহ বিভিন্ন বৃত্তি ছাড়াও পিএইচডি কর্মসূচিতেও বাংলাদেশীদের গুরুত্ব দেয়া হবে। কারণ ইতিমধ্যে এদেশের ছাত্র, গবেষক ও পেশাজীবীরা তাদের মেধা ও দক্ষতার চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

এশীয় আঞ্চলিক উচ্চ শিক্ষা সম্মেলন উপলক্ষে এই মার্কিন নীতিনির্ধারক দুইদিনের সফরে এখন ঢাকায় অবস্থান করছেন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গুলশানের ওয়েস্টিন হোটেলে কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে আলাপকালে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশকে গুরুত্ব দেয়ার কারণেই মার্কিন সরকার ঢাকায় এত বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করছে। দুই বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর সরাসরি সংযোগ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। সেই থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা অব্যাহত থাকে। আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেই ধারণা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক ও শিক্ষার মানোন্নয়ন, পরিবেশ, জেন্ডার সমতাসহ অনেক ইস্যুতে বিশ্বব্যাপী নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সংযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও নীতি প্রণয়ন জরুরি। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিময় কার্যক্রম এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ছাত্রদের জন্য অধিক হারে ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে, যাতে আগের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক ছাত্র মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পারে। তারা মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে আসতে পারবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃত্তির সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে বাংলাদেশীদের জন্য। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা শাস্ত্র, সামাজিক (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

আরো অনেক

(১৬শ পৃঃ পর)

বিভাগসহ বিভিন্ন খাতে ফুলব্রাইট বৃত্তি কর্মসূচিতে বাংলাদেশী প্রার্থীরা খুব ভাল করছে। বিশ্বব্যাপী পিএইচডি কর্মসূচির প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশীরা যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে।

টমাস এ ফ্যারেল আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আগ্রহী বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ভাষায় দক্ষ করতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মার্কিন দূতাবাসগুলো এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলাদেশ, ভারত, তুরস্ক, কোরিয়া, রাশিয়া, চীনসহ বিভিন্ন দেশে শিক্ষা বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে সেসব দেশের ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করছে। মার্কিন শিক্ষা পদ্ধতি ইউরোপীয় পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এখন এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সাথে সংযুক্ত হবার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ভিজিটরস প্রোগ্রাম (আইভিপি) সম্পর্কে মার্কিন উপসহকারী মন্ত্রী বলেন, ব্যবসা, সাংবাদিকতা, এনজিও, গবেষণা, শিল্প ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যম পর্যায়ে সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের জন্য আইভিপি খুবই কার্যকর। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তথ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করা হয়। এছাড়া এ পর্যায়ের পেশাজীবীদের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বল্পমেয়াদী আগার গ্র্যাজুয়েট কর্মসূচি চালু আছে।

মার্কিন উপসহকারী মন্ত্রী আলাপকালে ফুলব্রাইট স্কলার হিসাবে নোবেল শান্তি বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নাম উল্লেখ করে বলেন, তিনি একজন সফল ব্যক্তিত্ব। তার ক্ষুদ্র ঋণ মতবাদ আমেরিকাসহ সারাবিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।